28 ... 2013
৪

# প্রাথমিক শিক্ষকদের পদমর্যাদা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল একধাপ উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রাথমিক শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে পদের আপগ্রেডেশন ও বেতন স্কেল উন্নীত করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এ নিয়ে তারা দিনের পর দিন কর্মবিরতি পালন করার পাশাপাশি রাজপথে আন্দোলন পর্যন্ত করেছেন। সরকারের এ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হল। দেশে বর্তমানে প্রায় ৩৮ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর বাইরে নতুন করে জাতীয়করণ করা ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এ সুবিধার আওতায় আসবেন। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির ভিত্তিস্তর। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, খাদ্য ব্যবস্থাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সরকারের এমন পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকদের বঞ্চনার বিষয়টি এতদিন উপেক্ষিতই ছিল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষকরা হচ্ছেন জ্ঞান ও বিদ্যাদাতা। ঘরে ঘরে জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্বলনে তাদের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের বৈষম্যের বৃত্তে বন্দি রেখে দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। সরকার বিলম্বে হলেও এ বিষয়টি উপলব্ধি করায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই আমাদের ধারণা।

তবে জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারের এ উদ্যোগ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। উল্লেখ্য, সারা দেশে ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের কেউ প্রিসাইডিং অফিসার আবার কেউ সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের দেয়া সুবিধার বিষয়টি নিয়ে আপত্তি ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দেশের শিক্ষা খাত হাজারও অনিয়ম আর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। অভিযোগ রয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অবস্থা আরও ভয়াবহ ও করুণ। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে হলে শুধু শিক্ষকদের পদোন্নতি ও আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করলেই হবে না, এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। পাঠদানের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বশীল, ন্যায়নিষ্ঠ ও উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।